দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

SEP. ২৫ 2002

চট্টগ্রামের পাঠাগারগুলোতে অব্যবস্থাপনা ॥ লেখাপড়ার পরিবেশ নেই

স্টাফ রিপোর্টার, *চট্টগ্রাম অফিস*

চট্টগ্রামের সরকারী-বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলোতে চরম অব্যবস্থাপনা বিরাজ করছে। ব্যাহত হচ্ছে আবালবৃদ্ধবনিতার জ্ঞানান্বেষণ। ফলে এখানকার গ্রন্থাগারগুলো স্থাপনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। পাঠক-পাঠিকারা এখন এসব গ্রন্থাগারবিমুখ হচ্ছেন। চট্টগ্রামের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারগুলো হচ্ছে বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার, সিটি কর্পোরেশন গ্রন্থাগার, ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, চিটাগাং চেম্বার লাইব্রেরী ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন কলেজ ভিত্তিক লাইব্রেরী। সম্প্রতি চালু হয়েছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী। সব লাইব্রেরী মিলে গ্রন্থের সংখ্যা ৫ লক্ষাধিক বলে জানা যায়। অথচ কেবলমাত্র চট্টগ্রাম মহানগরীতেই বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৩৫ লাখ। এর মধ্যে অন্তত ১০ লাখ লোক পড়াশোনায় অভ্যস্থ বলে অনুমান। সূত্র জানায়, চট্টগ্রামের গ্রন্থাগারগুলোতে বর্তমানে পড়াশোনার তেমন পরিবেশ নেই। গ্রন্থাগারগুলোতে যে সব বই আছে সেগুলো বেশিরভাগই মান্ধাতা আমলের জরাজীর্ণ। অধিকাংশ বইয়ের মলাটসহ গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠা নেই। বইয়ের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কাটাছেঁড়া ও কলমের আঁচড় বইগুলোকে পাঠের অনুপযোগী করে তুলেছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ক্যাটালগিংয়ের। একজন পাঠক কোন গ্রন্থাগারে গিয়ে তাঁর কাঙ্ক্ষিত বইটি সারা দিন সন্ধান করেও বের করতে পারেন না। ইনডেক্সে বইটির নাম, নম্বর সবকিছু থাকলেও দেখা যায় যথাস্থানে বইটি নেই। ফলে পাঠকদের হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। বিভিন্ন গণগ্রন্থাগার ও চট্টগ্রাম ভার্সিটি গ্রন্থাগারে দেখা গেছে বইপুস্তক বিভিন্নস্থানে স্তূপ হয়ে রয়েছে। সেলাই খুলে যাওয়া বইগুলো মাসের পর মাস নতুন করে বাইন্ডিং হচ্ছে না। আবার বিভিন্ন ব্যক্তি বা দাতারা যে সব বই সৌজন্যমূলকভাবে প্রদান করে সেগুলোও ঠিকমতো ক্যাটালগিং হচ্ছে না। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তরফ থেকেও তেমন সহায়তা পান না পাঠকরা।

পাঠাগারবিমুখ হচ্ছেন পাঠক-পাঠিকা

গ্রন্থাগারগুলোতে নতুন এডিশনের বইপুস্তকের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। যে সব বই রয়েছে সেগুলোরও একাধিক কপি নেই। এছাড়া ফটোকপি করতে গেলেও ফল পাওয়া যায় না। কোন কোন গ্রন্থাগারে ফটোকপি মেশিন থাকলেও প্রায় সময় থাকে অচল।

এদিকে বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে প্রায় সময় বইপুস্তক খোয়া যায় বলেও প্রকাশ। কোন কোন কর্মচারীর সহায়তায় দুষ্ট প্রকৃতির লোকজন এসব বই নিয়ে নিরাপদে সটকে পড়ে বলে জানা যায়। আবার অনেক বইপুস্তকের গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠা ব্লেড বা কাঁচি দিয়ে কেটে নেয়ার ঘটনাও রয়েছে ভূরি ভূরি।